৫গ-মুক্ত বানিজ্যঃ হলিউড বনাম বলিউড

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখলাম, অলস ভিক্ষাবৃত্তি (সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক) বা গলির গণিকাবৃত্তি (আত্মসন্মান খুইয়ে, নিজেদের জীবন সংকট ডেকে এনে, বিদেশী পুঁজির কীর্ত্তন) কোনটাই কাম্য নয়। আমেরিকার অর্থনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থার অভিনব দিকগুলি-যা নিত্যনতুন আবিস্কারের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের উপর ছরি ঘোরাচ্ছে, তার অনুকরনই আমাদের কাম্য। হনুকরন নয়।

আজ একটা ছোট্ট খবর চোখে পড়ল। নানান দেশের বেতন বৃদ্ধির হার। শীর্ষে ভারত ১৪% । চীন দ্বিতীয়-৮.৩ %, ফিলিপিনস ৮%। আমাদের আমেরিকা? গত দুবছর ছিল নেগেটিভ- মানে বেতন বৃদ্ধির ২.৩% গরের চেয়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে বেশী। এবার শুন্য হওয়ার সম্ভবনা! নিউ ইয়ার্ক টাইমসের থমাস ফ্রীডমান ব্যাঙ্গালোর নিয়ে রেটে লিখে চলেছেন- মনে হচ্ছে যেন ব্যাঙ্গালোর হল গিয়ে মুক্ত বাণিজ্যের মক্কা! সানফ্রানসিস্কো বের চারিধারে ব্যাঙের ছাতার মতন অফিস তৈরী হয়ে ছিল এক সময়-গত বছর ওরাকলের পাশে এই রকম এক পরিতক্ত অফিসের ধারে পায়চারী করছিলাম। এক আমেরিকান পদচারীর সাথে দেখা-আমায় জিজ্ঞেস করে, আপনি কি ব্যাঙ্গালোর থেকে? আমি বললাম না। ভদ্রলোক বললেন, এই যে পরিতক্ত অফিস দেখছেন, সব ব্যাঙ্গালোরে চলে গেছে! CNN এর লুডভসের Exporting America ক্রমাগত প্রচার করে চলেছে, আমেরিকার চাকরী, ব্যবসা এবং পুঁজি ভারতমুখী। CNN প্রায় ৫০০ টি কোম্পানীর নাম দিয়েছে, যারা নাকি আমেরিকাকে ভারতে চালান করছেঃ http://www.cnn.com/CNN/Programs/lou.dobbs.tonight/popups/exporting.america/content.html

শুধু কি তাই? আমেরিকার এক করপরেট CEO লুডভের অনুষ্ঠানের অতিথি হলেন। লুডভ তাকে জানালেন যে শুধু মুনাফা লাভের কথা ভেবে, ভারতে চাকরী পাঠিয়ে, ইনারা আমেরিকার সর্বনাশ করছেন। Shame on you!

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন : Shame on us! That our education system can not match challenge from a third world country!

বিল গেটসতো বলেই দিয়েছেন, আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি না হলে, মাইক্রোসফটের গবেষনাগারের পুরোটাই ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে দেবেন!CISCO, Juniper, Texus Instrument, Intel, Oracle, HP সর্বত্রই এক হাওয়া-ইন্ডিয়া চল! না সস্তার শ্রমের জন্য শুধু না। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে বেড়োনো ইঞ্জিনিয়ারদের মানে এরা হতাশ!

মাঝে মাঝে আমারই কেমন কেমন লাগে! গত শতাব্দীতে Raman Effect আর Bose Statistics ছারা বিশ্বকে বলার মতন আবিস্কার ভারত থেকে বেড়োলো

কোথায়? তাও সেই এক শতাব্দী আগে-জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের স্বর্নযুগে। আর এই শতাব্দীতে তাদেরই বলা হচ্ছে ভবিষ্যত বিশ্বের গবেষনাগার?

ব্যাপারটা বুঝতে এবার জানুয়ারীতে ব্যাঙ্গালোর গেলাম। আমার একমাত্র বোন ওখানেই থাকে। এছারা আমার অগুন্তি বন্ধু আছে ব্যাঙ্গালোরে। সবাই আমেরিকাই দুই-পাঁচ বছর কাটিয়ে ফিরে গেছে। দেশে বসে ডলারে মাইনে পাচ্ছে! আমেরিকায় ফিরবে কি না, জিজ্ঞেস করলে, 'আবার কেন' জাতীয় উত্তর পাওয়া যায়। কেউ কেউ আবার আরো স্পস্টবাদী। তারা বলে, তুই কবে আসছিস? ওরা ধরেই নিয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে আমেরিকার কোন ভবিষ্যত নেই। ভাবলাম মুক্ত বাণিজ্যের কান্ড-কারখানা একবার সচক্ষেই দেখা যাক!

ব্যাঙ্গালোরের এয়ারপোর্ট খুব ছোট- আমাদের দক্ষিন ক্যালিফোর্নিয়ায় সাতটা এয়ারপোর্ট আছে, প্রত্যেকটি এর চেয়ে অনেক বড়! এয়ারপোর্টের চারিদিকে তৃতীয় বিশ্বসুলভ কলার খোঁসা-এবং হকারের খাদ্যসম্ভার! এয়ারপোর্ট রোডে পরতেই, আই বি এম এবং ইনটেলের বিশাল অট্টালিকা চোখে পড়ল। আমার সান ডিয়েগোর বন্ধুটির কথাও মনে পরল-ও ইনটেল সানডিয়েগোতে কাজ করত, গোটা ইউনিটাই ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দিয়েছে। রাস্তার রেডে গাড়ী থামতেই প্রথম ধাক্কা পেলাম-কিছু অর্থ উলঙ্গা ভিখিরী গাড়ীর দরজায় আলুমিনিয়ামের থালা নিয়ে ধাক্কা মারছে। এক পুলিশ তাদের পেছনে লাঠি নিয়ে ছুটল-ততক্ষনে ওরা পালিয়ে গেছে। যতবার লাল লাইটে গাড়ী থামছে, ততবার বুভুক্ষ ভিখারীর দলের ধাক্কা খেতে হল। আমার বোন নির্বিকার - ভাবার কি আছে, এটা ইন্ডিয়ারে দাদা!

আবার ধাক্কা পেলাম যেই মেইন রোড থেকে পাড়ার মধ্যে ঢুকলাম। এবার ভাঙাচোরা রাস্তার ধাক্কা। তাও জায়গাটার নাম করমঙ্গলা- ব্যাঙ্গালোরের পশ এরিয়া নাকি! পশ এরিয়াই বটে। চারিদিকে মার্বেলের অট্টালিকা, যেমনটা ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রসৈকটে দেখা যায়। মাঝে শুধু রাস্তায় পিচ উঠে গেছে-লাল সুরকি জানান দিচ্ছে, এটা ইন্ডিয়ারে দাদা!

ম্যাকডোনালড এবং কেন্টাকী ফ্রাই চিকেন, আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্যের সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। ভাবলাম ব্যাঙ্গালোরে এদের হাল দেখে আসি! গিয়ে দেখি ম্যাক মোটামুটি চলছে, তবে বার্গারের স্থলে 'মিল' মানে 'ভাতের থালি'! বেশ ভালো কথা- কেন্টাকী চিকেনের হাল দেখি এবার। তথৈবচ অবস্থা! কেন্টাকী চিকেনের বদলে চিকেন টিক্কা পাওয়া যাচ্ছে। বরং ম্যাকের কায়দায় দক্ষিন বলে একটা রেস্টুরেন্ট চেন ভাল চলছে- সেখানে বার্গারের বদলে ধোসা পাওয়া যায়! একটা পাবে ঢুকলাম। সবাই ইয়াং, পঁচিশ থেকে ত্রিশ! এখানে সানফ্রানসিস্কোর পাবগুলির মতো হুল্লোড় নেই-তার বদলে স্পোর্টস কুইজ হচ্ছে। বেশ কয়েকটা মল তৈরী হয়েছে আমেরিকান কায়দায়-তবে ইন্টারিওর ডেকরেশনে, বেশ ভারতীয় ছাপ। ব্যকগ্রাওন্ডেও আল্লারাখা চলছে। ভাল লাগল দেখে। গোটা ইউরোপে ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ কালচারের নাভিস্বাস উঠিয়ে ছেরেছে আমেরিকান সংস্কৃতি। মনে হচ্ছে গ্রেট ইন্ডিয়ান ওয়ালে ওটা আটকে গেছে।

সম্রাট এবং প্রতিকৃতী (Empire and his shadow) নামে একটা চাইনীজ সিনেমা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সিনেমার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিনেমা বলে গন্য হয়-চীনের প্রথম সম্রাট তার সঙ্গীতবাদক বন্ধুকে বলছেন

‘ আমি তো দেশটাকে জুরেছি শক্তি দিয়ে-কিন্তু আসল এক্য আসবে যখন সমগ্র চীন তোমার দেওয়া সুরে জাতীয় সঙ্গীত গাইবে‘

আমেরিকার বিদেশনীতিতে হলিউড সিনেমার গূরুত্ব অপরিসীম। আমেরিকার অন্যতম মূল শক্তিই হলিউড। এ হচ্ছে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ যার সাথে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক বেশ নিগূঢ়। হলিউড ভাবতে শেখাচ্ছে -লেজারের তত্ব। মানে যুক্তিবাদ হচ্ছে নিজের ধন সম্পদের ’যুক্তিপূর্ণ’ বৃদ্ধি। ভারতবাসীর কাছে হলিউড সিনেমা মানে, ঝাঁ তকতক গাড়ী, মধ্যবিত্তের প্রাসাদপোসম অট্টালিকা। বস্তুবাদের স্বর্গের পাসপোর্ট। সমগ্র বিশ্ব আমেরিকার বৈভবকে দেখে হলিউডের চোখে। হলিউডের সাম্রাজ্যবাদের চোটে ইটালীতে দেখেছি, স্থানীয় সংস্কৃতির নাভিশ্বাস উঠে গেছে। ইটালীতে রাস্তাঘাটে, সর্বত্রই আমেরিকান রক আর পপ। যীশুর জন্মদিনে মাঝে সাঝে রিভালডীর স্মরণ নেওয়া হয়। স্পেন বাদ দিয়ে ইউরোপের বাকী দেশগুলির একই অবস্থা। চীন, জাপান এবং কোরিয়ার স্থানীয় সংস্কৃতিতে লালবাতি জ্বলে গেছে।

একমাত্র ভারতবর্ষেই হলিউডী সংস্কৃতি থেমে গেছে। এমনিতে বলিউডের সিনেমার মান খুবই নীচু- কিন্তু এই বছরের রিলিজগুলি নিয়ে একটু ভাবুনঃ ব্ল্যাক, পেজ থ্রী, সরকার, সাহের। একের পর সিনেমা বেরোচ্ছে যাতে বলিউডী নাচাগানা নেই। হলিউডী স্টাইলে বাস্তব বা অধিবাস্তব গল্প! এগুলো আবার বক্স-আফিস সুপারহিট।

যেটা হচ্ছে সেটা পরিস্কার। বলিঊড, হলিউডের বাজার ধরতে উদ্যত। এতেব হলিউডের মতন উন্নত মানের চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে-নায়ক নায়িকার আইটেম নাম্বার বাদ! ব্ল্যাকের মতন সিনেমা এই মূহুর্তে স্পীলবার্গ ছারা হলিউডে কেও বানাতে পারবে না।

আমি যেটা বলতে চাইছি উপরের উদাহরনগুলি থেকে স্পস্ট হবে। মুক্ত বাণিজ্য মানেই আমেরিকান ডলার, স ংস্কৃতি আমাদের গ্রাস করবে সেটা ঠিক নয়। মুক্ত বাণিজ্যে আমাদের যা কিছু সেরা, সেটা কেও কাড়তে পারবে না। গুনগত মানেই টিকে যাবে। কেন্টাকী চিকেন দেখে, চিকেন টিক্কার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জাকির হুসেনের তবলা, আজকাল হলিউডের সিনেমার নেপথ্য সংগীতে অহরহ বাজছে। আমেরিকান ড্রামবিট জাকিরের তবলাকে পরাস্ত করতে পারে নি। বলিউড হলিউডের ভয়ে পালিয়ে যায় নি-হলিউডের থেকে শিখে, হলিউডকে চ্যালেঞ্জ জানানো সবে শুরু করেছে। বিদেশে অভাবনীয় বাণিজ্য করছে।

গ্যাট বা ন্যাফটা চুক্তির ফলে,আমাদের দেশীয় শিল্প ধরাশায়ী হবে এটা পাগলের কল্পনা। আপাতত ভারতীয় শিল্পের ভাবটা আমার ভালোই লাগছে-আমরাও দেখে নেব টাইপের ভাব। আসলে এত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকায় এসে কাজ করে গেছে, প্রথমেই তাদের যেটা মনে হয়েছে বা মনে হয়-পেটে এই বিদ্যা নিয়ে আমেরিকা বিশ্বশাসন করে কি করে? আমরাও বা কম যাই কিসে টাইপের ভাব নিয়ে এরা ব্যাঙ্গালোরে ফিরে আসে। এই ভাবনারই ফসল কলকাতার লক্ষ্মীকান্ত মিত্তল। যিনি এখন লন্ডনে বসে পৃথিবীর ৬০% স্টীলের ব্যবসার অধিশ্বর। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নয়, সেন্টজেভিয়ার্সের এই প্রাক্তন ছাত্রটি এখন বিশ্বজুরে স্টীলের দাম নিয়ন্ত্রন করছেন। বৃটেনের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিটি এখনো ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে গর্বিত- বোধহয় সাদাদের জাত্যভিমানের ওদ্ধত্যকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে!

১৮৮০ সাল থেকে আমেরিকা টেক্সাটাইল এবং স্টীল শিল্পে শুল্ক সুরক্ষা দিয়েছিল বটে,তাতে লাভ কি হল? আমেরিকান স্টীল শিল্প বিশ্বমানে কোন দিন পৌঁছাতেই পারলো না। আজো সুরক্ষা দিতে হয়! টেক্সটাইল শিল্প উঠেই গেছে।

কৃষি এবং ওষুধ শিল্পে পেটেন্ট নিয়ে গ্যাটে কিছু সমস্যা আছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির এখুনি এগুলি মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। গ্যাট এবং বিশ্ববাণিজ্যের চিত্র নিয়ে কিছু সংখ্যাতাত্বিক আলোচনা করব পরের অধ্যায়ে।

[চলবে]